19 JUN 2008

বাজেট

উপেক্ষিত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

প্রস্তাবিত বাজেটের মানবসম্পদ উন্নয়ন অংশের ১৩৬, ১৩৭ ও ১৩৮ অনুচ্ছেদের প্রতি অর্থ উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৩৬ অনুচ্ছেদে যেসব উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুল নেই, সেসব উপজেলায় একটি করে মোট ৬৩টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ১৩৭ অনুচ্ছেদে ১২১টি উপজেলার ছাত্রীদের উপবৃত্তির পাশাপাশি দরিদ্র ছাত্রদেরও উপবৃত্তি প্রদানের মহতী ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। ১৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২-৩ শতাংশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অধ্যয়ন করছে। এটুকু স্বীকার করার জন্য ধন্যবাদ। এই অংশের দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে অধিক হারে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হচ্ছে। বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বিরাজমান বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার একটি বড় সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা আমাদের হতাশ করেছে। ১/১১-এর আগের রক্তনৈতিক সরকার দেশব্যাপী প্রতিটি উপজেলায় ৩/৪টি করে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ভোকেশনাল এডুকেশন তথা বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা শাখা চালু করে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং ভোকেশনাল শিক্ষা প্রশাসনের সরকারি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে ও অনুমোদনে সারাদেশে এসব বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল বেশ কয়েক হাজার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ওই সরকার দেশব্যাপী নিয়োগপ্রাপ্ত এসব ভোকেশনাল এডুকেশন শিক্ষকদের (ইঞ্জিনিয়ারদের) শেষ মুহূর্তে এমপিও প্রদান তথা সরকারি বেতন মঞ্জুরির কাজটি সম্পন্ন করে যেতে পারেনি। বিগত ৪-৫ বছর ধরে এসব কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষক (তথা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার) প্রায় বিনা বেতনে কাজ করে চলেছেন এবং প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় এই ভোকেশনাল শাখা থেকে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করছে এবং ভালো ফলও করছে। অথচ বিগত বাজেটে এবং বর্তমান (২০০৮-০৯) বাজেটে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য কোন অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

বিগত সরকারের চালু করা বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা শাখা দেশব্যাপী বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই সারাদেশে নিয়মমাফিক চালুকৃত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শাখাগুলো এবং তাতে আইনানুগভাবে নিয়োগকৃত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের (তথা শিক্ষকদের) বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংশোধিত বাজেটে সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করছি।

মোঃ মকবুল হোসেন
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, মিরপুর, ঢাকা